প্রশ্ন:- ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব :— (১৮৪৩ – ১৮৯১)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য সম্মানলাভ- করেছিলেন বাংলা সমাজে তখন 'স্বর্ণলতা'র সুপ্রসিদ্ধ লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের অসাধারণ ঐশ্বর্যের দ্বারা এক মুহূর্তেই বাংলা পাঠকের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন কিন্তু তারকনাথ ঐশ্বর্যময় রোমান্স দ্বারা নয় উনিশ শতকের মধ্যভাগের সাধারণ বাঙালিজীবনের অন্তরঙ্গ পারিবারিক চিত্র এঁকেছেন তাঁর উপন্যাসে, সেখানে বর্ণিত কল্পনার তুলনা নেই বললেই চলে, তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে তারকনাথের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, তা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সমালোচনা দেখলেই বোঝা যায়, সে যাই হোক বঙ্কিমের প্রসন্নতা না হলেও তারকনাথ সমগ্র পাঠকবর্গের অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করেছিলেন।

'স্বর্ণলতা' তারকনাথের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস, উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। গ্রন্থটির আঙ্গিক-

যেমন রূপ দিলে 'সরলা' নামে অভিনয়ে সেদিন সমানই জনপ্রিয় ছিল। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে আছে দুটি কাহিনি — একদিকে আছে সম্পন্নঘরের গ্রাম্য বধূ সরলার শোচনীয় পরিণাম এবং অন্যদিকে আছে তার পুত্র গোপালের সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহ কাহিনি। তৎকালীন বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারের ভাইদের স্বার্থপরতা ও কলহের ফলে শশিভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাইয়ের সংসার জীবনের যেমন ছবি লেখক নিপুণতার সঙ্গে তা এঁকেছেন। বড়ো ভাই শশিভূষণ চতুর ও স্ত্রী প্রমদার বশীভূত হলে, ছোট ভাই বিধুভূষণ নিঃস্ব, পরোপকারী হলে দুর্ভাগ্যে একসময়ে বিদেশে যান, বিধু গেলে সময় কলকাতায়, সঙ্গে তাঁর ছিল গদাধরের কাছে থাকে সেবার সে সময় থেকে স্ত্রী সরলা অনাহারের মৃত্যুমুখে, এভাবে সরলার মৃত্যু হয়। সরলার সন্তান গোপাল ছেলে-কালেই এসে রজ্জুর কাজে নেমে একা কাজে, ধনবান পিতার কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে তার বিবাহ হয়, অবশেষে হারিয়ে শশিভূষণ নিঃস্ব ~~হয়~~ গোপালের আশ্রয়েই এসে বসবাস করতে থাকে — এভাবেই দুজনের দুঃখ পরিবার ভেঙেপড়ার কাহিনি এই উপন্যাসে বাস্তব রূপ পেয়েছে,

'তারকনাথের' অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল — 'ললিত-সৌদামিনী (১৮৮২)', 'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭), 'তিনটি গল্প' (১৮৮৯), 'অদৃষ্ট (১৮৯২),

'বিধিলিপি' (১৮৮৩), তবে স্বর্ণলতা বাদ দিলে তাঁর অন্য কোনো রচনা 'স্বর্ণলতা' তুল্য সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

ঔপন্যাসিক রূপে তারকনাথের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। এই লেখক শুধু ঘটনার বিবরণ দিতেন। কোনো অন্তর্গূঢ়-বিশ্লেষণ তাঁর লেখায় ছিল না। তারকনাথ জনপ্রিয় লেখক ছিলেন কিন্তু সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি স্থায়ী হতে পারেননি।

Scanned with CamScanner